খণ্ড-প্রলয়।

(পঞ্চরং)

শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

বিদেশী বেয়াড়া চালে, হিঁদুয়ানী রসাতলে,
দিলে যত হিন্দু নর-নারী।
হ'ল সব একাকার, জাত কুল বাঁচা ভার,
এ বিপদে রাখ হে মুরারি॥

রয়েল বেঙ্গল থিয়েটার হইতে
শ্রীকুঞ্জবিহারী বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
(কলিকাতা, ১৫৯ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট।)

কলিকাতা
৬ নং ভীম ঘোষের লেন—গ্রেট ইডিন প্রেসে,
ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০০ সাল।

মূল্য ।৵০ আনা।

পাত্রপাত্রীগণ।

রামশঙ্কর ঘোষ	... ...	কলিকাতার ধনাঢ্য ব্যক্তি।
ভজহরি নস্কর	... ...	পারিষদ।
কে, রায়	... ...	বিলাত ফেরৎ বাঙ্গালী।
রামনিধি তর্কালঙ্কার	... ...	অধ্যাপক।
নিমচাঁদ	... ...	সম্ভ্রান্ত যুবক।
পদ্মাবতী	... ...	রামশঙ্করের স্ত্রী।
তরুবালা	... ...	ঐ কন্যা।
মাতঙ্গিনী	... ...	তর্কালঙ্কারের কন্যা।
শৈলবালা, শরৎকুমারী, ভাগ্যধরী	... ...	তরুর ইয়ারত্রয়।

ভট্টাচার্য্য, গোস্বামী, প্রতিবেশী, পথিক, দ্বারবানদ্বয়, মাতাল, উড়েবেহারা, চাকর, তপ্সেমাছওয়ালা, বেলফুলওয়ালা, চানাচুর-ওয়ালা, মুটে, খানসামাগণ, কেরাণীগণ, হ্যাণ্ডবিল-ডিষ্ট্রীবিউটার, সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায়, সার্জ্জন, কনষ্টেবল ইত্যাদি।

খণ্ড-প্রলয়।

প্রথম দৃশ্য।

কলেজ স্কোয়ার সম্মুখ।

তরঙ্গবালা, মাতঙ্গিনী, শৈলবালা, শরৎকুমারী ও ভাগ্যধরী।

(গীত)

আমরা বড় মজা পেয়েছি।
ইম্যান্‌সিপেশনের জোরে স্বাধীন হয়েছি॥
গিয়ে সবে এগ্‌জিবিশনে,—
হর্‌বেরঙের মালামাল মোরা এনেছি কিনে,
হো হো হো, সেই সনে জেনানা সিষ্টেম্ উঠিয়ে দিয়েছি॥
অন্দরে বন্ধ কে করে, বেরিয়েছি সবে সদরে,
(আবার) হাজির হ'য়ে হাকিম হুজুরে, ডিপজিশন্ দিতেছি॥
ডাক্তারি শিখে এবার, ঘুচাব ডিজিজের ভার,
(এখন) প্রাক্‌টিস্ কোরে মিড্‌ওয়াইফারী-ফিল্ডে নেবেছি:—
বিকালে ফিটন্ চ'ড়ে, হাওয়া খাই গড়ের মোড়ে,
আঁখি ঠেরে অঙ্গ নেড়ে, কত মাথা ঘুরিয়েছি॥

মাত। মাই ডিয়ার তরু! আই হাড্ হাফ্ য়্যান্ ইন্‌ক্লিনেসন্ ফর্ ক্ল্যারিক্যাল্ একজামিনেসন্ (I had half an inclination for clerical examination), কিন্তু কেরাণীবাবুদের দুর্দ্দশা দেখে তাতে আর আমার প্রবৃত্তি হয় না।

শৈল। আহা-হা! ক্লার্কসিপে (clerkship) কাজ কি? ডাক্তারি পাশ কোরে কিম্বা বারে জয়েন (Bar join) হয়ে উঁচু অঙ্গের কাজ নেব, তখন নিজের রেকমেণ্ডেশনের (recomenda-tion) জোরে হতভাগা কেরাণীদের ভাল ভাল কাজ কোরে দেব।

শরৎ। হুঁ! অন্দরে বন্ধ রেখে আমাদের ক্ষায়দা কোরে বাবুরা আপনারা মাটি হয়েছেন বৈত নয়! কিন্তু তাঁদের চেয়ে আমরা কমি কিসে? দেখবে, যখন ফিল্ডে (field) নেমেছি, তখন টেক্কা দিয়ে সব কাজ চালাব। বাবুরা লেক্‌চার (lecture) দিয়ে বেড়ান, মিটিং করেন, কিন্তু এমনি ভীতু, একটু জুলুম হ'লে আমাদের আঁচল ধরে কাঁদেন, আবাগের ব্যাটারা যদি আমাদের সঙ্গে কন্‌সল্ট (consult) কোরে কাজ করতো, তাহ'লে এতদিনে ওরা দেশে দেশে স্বাধীনতার ধ্বজা তুলে ফ্রীলি (freely) বেড়িয়ে বেড়াত।

মাত। দেখ ভাই, আমি যে লিবার্‌টী হলের প্রোপোজ (Liberty Hall propose) করেছি, তার মটোতে ইউনিটী আর ফ্রেটারনিটী (unity and fraternity) রাখতে হবে। বাবুদের মত লিপ্‌পেট্রীয়টিজম্‌ (leap Patriotism) দেখাব না। ঘরে ওয়াইফের সঙ্গে বনিবনাও নেই, বাইরে ব্রাদার্‌লি ফিলিং (brotherly feeling) দেখাতে যান! বেয়াকেলেদের সাহেবেরা আস্কারা দিয়েই ফুলিয়ে দিয়েছিল, তাই যাচ্ছেতাই কোরে পালকে জোলোকে জড়িয়ে পড়েছে।

শৈল। আচ্ছা ভাই, আমাদের কর্ত্তারা এত স্বার্থপর, তবে ফিমেল ইম্যান্‌সিপেশনের (Female emancipation) মতলব মাথায় কেমন কোরে ঢুক্‌লো?

তরু। তা বুঝি আগে ওঁদের নিজের মাতায় ঢুকেছিল!—কএকজন সদাশয় সাহেবের শুভ বুদ্ধিতে আমাদের এই উন্নতি। বড় বড় বাবুরা তাতেও কত বাক্ড়া দিয়েছিলেন, শেষে সোণাগাজী, মেছোবাজার ও সামান্য লোকের মেয়ে নিয়ে স্কুল খোলা হয়, তারপর 'হুজুগের হিড়িকে ও আমাদের আব্দারে কাজে কাজেই শেষে মেয়েদের পাঠাতে সুরু কল্লেন, তাও অতি লিমিটেড নম্বর (limited number)। এই এক্জিবিশন্ (Exhibition) থেকেই আমাদের ইম্যান্সিপেশনের (emancipation) পথ প্রশস্ত হ'ল। বাবা, সেইখান থেকেই আমরা সাহেবদের গা সওয়া হয়েছি, এখন আর আমাদের পায় কে?

মাত। দেখ ভাই, সেদিন একটা থিয়েটারের একজন ফোক্লা ম্যানেজার, আমরা জান্লা খুলে এদিক ওদিক দেখছিলেম বলে, আমাদের হাত যোড় ক'রে বল্লে যে, মা সকল, এখানে অনেক পুরুষ রয়েছে, তোমরা একটু স'রে দাঁড়াও; আমি তাকে তেমনি চোট্ পাট্ জবাব দিয়েছিলেম যে, আমরা যখন সাহেবদের গায়ে ঠেস্ মেরে চলে যাই, তখন এ সকল ব্ল্যাক নিগারদের (Black niggar) কি আমরা লজ্জা কর্‌বো! ওদের আমরা প্লেট্ য়্যানিমেল্ (pet animal) মনে করি, পুরুষ বলে মানিনা।

শরৎ। এ টিট্ ফর্ ট্যাট (ATit for Tat)! আচ্ছা জবাব দিয়েছ। (সকলের হাস্য)

তরু। নাউ লেট্ আস্ টু দি লিবারটি হল (Now let us to the Liberty Hall)! আজ আমাদের সেখানে অনেক কাজ কর্ত্তে হবে।

শৈল। হাঁ হাঁ হাঁ, আমাকে ভাই, সেখানে আজ প্রথমেই এল, এ, ভাগ্যধরী চৌধুরাণীর হেল্‌থ প্রোপোজ্ (health propose) কর্ত্তে হবে।

তরু। ইয়েস্, ইয়েস্! (Yes, yes!) ইনিত অল্‌রেডি (already) আমাদের কাছে ইন্‌ট্রোডিউস্‌ড (introduced) হয়েছেন, এঁর মাদার (mother) একজন এন্‌লাইটেণ্ড লেডি, (enlightened lady), ঢাকা লিটারেরি ম্যাগাজিনের এডিটার (literary Magazine Editor) আরও তাঁর হাই সার্কলের (high circle) সঙ্গে বড় থিক্ য়্যাণ্ড থিন্ (thick and thin) সম্বন্ধ।

শরৎ। দেখ ভাই, আজ আমাদের এন্‌লাইটেণ্ড ফিমেল্‌দের (enlightened Female) জন্য একটা স্বতন্ত্র পার্কের (Park) পরামর্শ কর্ত্তে হবে, আরও একটী সুইমিং বাথ্ (Swimming Bath).

মাত। (ঘড়ি দেখিয়া) ওঃ নিয়ারলি সিক্‌স্, (nearly six) তবে আর দেরি কোরে কাজ নাই—চল চল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বৈঠকখানা

রামশঙ্কর, পারিষদদ্বয় ও তর্কালঙ্কার।

রাম। বলি তর্কালঙ্কার মহাশয়! আজ কাল এ হ'ল কি! মাগীদের বাড়াবাড়ি দেখে পেটের ভেতর যে হাত পা সেঁদিয়ে যাচ্ছে—বুঝলেন কি না?

তর্কা। আপনারাইত তাদের পথ খুলে দিয়ে তাদের মাথা

খেয়ে দিয়েছেন! আপনারা হ'লেন সমাজের মাথা—আপনাদের দৃষ্টান্ত দেখেই সকলে চলবে! আপনারাই যখন তাদের সোহাগ কোরে একজিকিশনে নিয়ে যান, চাকরের সঙ্গে মেলা দেখ্তে পাঠিয়ে দেন, চাঁদের হাটেদের বারোয়ারী তলায় সং দেখ্তে পাঠিয়ে দেন,' কালীঘাটের অছিলে কোরে আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখ্তে যায়, যাদুরা ভেকো ভাতারদের যাদু বানিয়ে যাদুঘরে আমোদ কর্ত্তে যান, আপনাদের এই সকল আস্কারার দরুনইত ঠাক্রুণরা সব মাতায় উঠেছেন—এখন আর তাঁদের নামায় কে? আগেকার মত যদি আপনাদের সমাজ-বন্ধনী থাকৃত, তাহ'লে কি আপনাকে "হ'ল কি" ব'লে আপসোস্ কর্তে হ'তো?

পারি। তর্কালঙ্কার মহাশয়ত ঠিক কথাই বলেছেন আগেকার মত এখন আমাদের আর কি আছে বলুন দেকি আমরা ছেলেবেলা দেখেছি ভোরের বেলায় তসর্ কাপড় প'রে ফুলের সাজি ও আঁকৃসি হাতে কোরে খাতায় খাতায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পূজার জন্য ফুল তুল্তে বেরুতেন। সকালে সন্ধ্যেয় গঙ্গা তীরে দলে দলে লেকেরা সন্ধ্যা আহ্নিক ও তপ জপ সারতে যেত, এখন কি আর সেটী দেখ্তে পান? কেবল বার্ষিক নেবার বেলা যত আর্কফলাদের আমদানী হয়!

তর্কা। (নস্য লইয়া) তোমার নাম কিহে বাপু?

পারি। আজ্ঞে, ভজহরি নস্কর।

তর্কা। ও তাই—তাই! কস্কর খস্কর গস্কর ঘস্কর ঙস্কর চস্কর ছস্কর জস্কর ঝস্কর ঞস্কর, টস্কর ঠস্কর ডস্কর ঢস্কর ণস্কর তস্কর থস্কর দস্কর ধস্কর নস্কর! ওঃ, তস্করের পাটীতে তোমার পদবী, তাই দেবদ্বিজের প্রতি এত দ্বেষ! বলি, তখনকার গং

ব্রতের কথাগুলো কি মুখে এলনা? বৈশাখমাসে পথে সারি সারি দুধারি খুন্‌চে ভরা বৈকালীন ঝারার কথাওত মুখদে বেরুল না! ইতর ভদ্দোর ঘরে বাচ্‌কানী মেয়েগুলো আমোদ করে যমপুকুর পুণ্যিপুকুর, সেঁজতির ব্রত করতো, এখন সেগুলো উঠে গিয়ে বই স্লেট নিয়ে ঝীয়ের সঙ্গে দলে দলে স্কুলে যায়, সেটাওত একবার মুখে এলনা! ফল গচানে, ধন গচানে, কলাছড়া প্রভৃতি ব্রত করবার জন্য মেয়েগুলো দোরে এসে ব্রাহ্মণদের জন্য গলায় কাপড় দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, সেগুলোও কি এখন দেখ্‌তে পাও? এখন কৃতিরা কোন কার্য্য উপলক্ষ হ'লে জেলেকাচার জোড়, আবুক্‌ড়ি চাল ও ঘোণ্ডা মণ্ডা দিয়ে দেবতা ব্রাহ্মণের মান রাখেন, কিন্তু ইয়ার বক্সি ভোজনে পোলাও কালিয়ের বন্দোবস্ত! সেটার বেলা কি কাণা হও? বামুনকে প্রণাম করবার সময় বাবুদের হাত ওটাতে মাথা কাটা যায়, কিন্তু তাদের গলদ দেখতে খুব মজবুৎ। ওরে, আমরা কলির বামুন, বিষ হারিয়ে এখন ঢোঁড়া হয়েছি বটে, কিন্তু তো ব্যাটারাও যে গোরু হয়েচিস্—ঢোঁড়া ঘাঁটাস্‌নে, কামড়ালে আর রক্ষা নেই।

পারি। বলি তর্কালঙ্কার মহাশয়, চট্‌চেন কেন? আপনাদের কি আর সে তেজ আছে! আগে মুখ দিয়ে যে অগ্নি বেরুত!

তর্কা। তখন মুখ দিয়ে অগ্নি বেরুত—এখন সর্ব্বশরীরে অগ্নি রয়েছে। নৈলে আমাদের দেখলেই তোরা একেবারে জ্বলে উঠিস্ কেন?

রাম। ওরা সব ছেলে ছোক্‌রা, মুখ্যু সুখ্যু, ওদের কথায় কি রাগ করতে হয়—বুঝলেন কিনা? এখন মাগিগুলোর বাড়াবাড়ি যাতে নিবারণ হয়, তার একটা উপায় স্থির করুন।

তর্কা। কি জান বাপু, নেয়ের কুকুর যখন একবার মাথায় উঠেছে, তখন তাদের ঢিট্ করা বড় শক্ত। আমরা ভট্‌চায্যি মানুষ, চিরকাল পাঁচ দোরে মেগে পেতে চাল কলা বেঁধে নিয়ে যাই, তা এমনি দিনকাল পড়েছে যে আমাদের ব্রাহ্মণীদের আজ-কাল তাতে মন ওঠেনা, আগে খাড়ু নাড়া দিয়ে হেসে খেলে দশটী পরের ছেলের পাত্রে ভাত দিতেন, এখন গা ভরা নতুন ফেসিয়ানের গহনা না পেলে মুখ তুলে আর কথা কন্‌না, তোলো হাঁড়ী কোরে বসে থাকেন, তেতে পুড়ে বাড়ীতে গেলে এক ঝারি জলও এগিয়ে দেননা। আবার আজ কাল আপনাদের বেয়াড়া ধরণের বিবাহের হুজুগে আমাদেরও বিভ্রাটের আর সীমা নাই, মেয়ে ছেলের বিয়ে হওয়া দায়! আপনারা পাশকরা ছেলে দেখে সোণার পিঁড়ী গাড়ী জুড়ী—এমন কি জামাইবাবু বিলেত যাবেন, তার সাজসজ্জা খোরাকী প্রভৃতি খরচ পত্র, দান সামগ্রী-ফর্দ্দে ধরে দেন, কেবল দেখ্‌তে পাই একটী দিতে বাকী রাখেন।

রাম। তর্কালঙ্কারমশাই, সেটা কি বলুন! বলুন! আমাদের ত্রুটীটে কি হয় শুনে রাখি।

তর্কা। আজ্ঞে, দান সামগ্রীর সঙ্গে সঙ্গে জামাইবাবুকে পোড়াবার ঘাট খরচা! তা সেটা বোধ হয় সন্দেহের জন্যই দেওয়া হয় না—তিনি নিমতলায় যাবেন, কি মাণিকতলায় যাবেন, তারত আপনারা ঠিকানা কর্ত্তে পারেননা, সেইজন্যই বোধ হয় আপনাদের এই ত্রুটীটুকু বাকী থাকে।

পারি। আজ্ঞে, সে ব্যবস্থাও ত আপনাদের কাছে! বাবুরা কোন কাজেই আপনাদের ছাড়াত নেই! হলেও আপনারা,

মলেও আপনারা, আপনাদের অসাধ্য কি আছে বলুন? মাথা না মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্তের বিধি দিতে পারেন, মহাহবিষ্যীতে ঠোঁটে কাঁচকলার বদলে গোল আলুর ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন, বাপ মা ম'লে বড় মানুষদের নেক্‌ড়ার জুতোর বন্দোবস্ত কোরে দেন, আপনাদের অনুমতিতে রাবড়ি মালাই পর্য্যন্তও চ'লে যায়, আবার হয়ত কোন্ দিন "হংসডিম্বানি শুদ্ধানি কূর্ম্মডিম্ব ভক্ষয়েৎ" বলে সেগুলো পর্য্যন্ত চালিয়ে দেবেন! আপনারা না পারেন, এমন কাজই নেই!

তর্কা। বেল্লিক—পাষণ্ড—নাস্তিক! তোদের আপনাদের দোষে আপনারা মজচিস্, আবার আমাদের জড়াতে চাস্! তোদের মুখ দর্শন কোল্লেও পাপ! এমন কদর্য্য স্থানে থাক্‌তে নেই। (গমনোদ্যোগ)

পারি। তর্কালঙ্কারমশাই! যান কোথায়? যান কোথায়? বসুন বসুন, এর একটা ব্যবস্থা দিন—

তর্কা। গোল্লায় যাও—গোল্লায় যাও, এই তোমাদের ব্যবস্থা।

[প্রস্থান।

রাম। তর্কালঙ্কারমশাইকে চটান ভাল হয়নি, উনি যা বল্লেন, সেগুলি হক্ কথা। চল চল, কিছু দিয়ে ওঁকে ঠাণ্ডা করা যাক্‌গে।

[সকলের প্রস্থান।

(জনৈক চাকরের প্রবেশ)

চাকর। আহা হা—খেটে খেটে জানটা হয়রান্ হয়ে গেল, ওঁদের কি—গোল বালিসে ঠেস্ দিয়ে বস্‌বেন আর গুড়ুক তামাকের ছেরাদ্দ করবেন। ছারপোকার কাঁমড়ের চোটে—

চোটে বিছানা রোদ্দুরে দেবার হুকুম চালিয়ে গেলেন; ওরে নোটো! ওরে ঠেক্‌রো! আয়না শালারা, আয়, আমি একা পাচ্ছিনে, হুকোটা আস্‌টা নে যা।

[অপর চাকরদ্বয়ের প্রবেশ ও বিছানা লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

লিবার্টী হলের সম্মুখ।

দ্বারবানদ্বয়।

১ম দ্বা। আজব্ সহরমে গজব্ কারখানা কল্‌যুগকা মাহায়ৎ। গিরিস্তি পাথ্‌রিয়া, পাছনেনা আওয়েতে বড়ি বেজায় এ বয়েৎ॥

২য় দ্বা। যাদু বন্ গেয়া বুর্‌বাক্ বাঙ্গালি দেখ্‌তেহি নেহায়েৎ। লিখা পড়া শিখাই জরুকো মিলাতে ফিরাঙ্গী সায়েৎ॥

১ম দ্বা। রাম দোহাই, ক্যা কহে? পেট্‌কা খাতিরমে মুলুক ছোড়া, এ লোক্কো নকৃরি কর্‌তে; লেকেন গোসাসে দে জ্বল্ যাতে, দেল্‌মে হামেসা এহি খেয়াল উঠ্‌তে, শালা লোকন্‌কো জড়্ বনিয়াদ একগাড়্ কর্ দেই।

(জনৈক মুটের প্রবেশ)

মুটে। এ আল্লা, ওচট্ লেগে সুম্মুন্দির লোক্‌টা অ্যাহেবারে উড়ে গ্যাছে, উঃ ঝর্ ঝর্ কোরে লৌ গির্‌ছে! যদি বক্তে এতুই হুক্কুই ল্যাক্‌ছিলি, তবে দুনিয়াদারির মুদ্দি পেটিইলি ক্যান! হাবাতে বাপ মা খাইয়ে দাইয়ে ভারি মস্তাকিন্ হয়েলো, তাই এ নাকারা মরদ্‌কে পয়দা করছে! য্যাহোন্ এ মান্নির শালিদের ঠিয়েনাডা পাই ক্যাম্‌নে! কি চেঁদের হালের বাৎ বলেলো, ইয়াদ্

হচ্চে না; এই দয়রান হুডারে পুচ্ করবো নাহি? ও দয়রান্‌জি! ও দয়রান্‌জি! এখানে বাঙ্গালী বিবিদের হাল কনে বলিদিতি পার?

১ম দ্বা। কোন্ হ্যায়রে?

মুটে। আমি হোটেলের মুটে গো।

২য় দ্বা। আও আও, ভিতর্‌মে চলা যাও, খান্‌সামাকা পাশ্ সব্ চিজ ধর্ দেও।

[মুটের প্রস্থান।

১ম দ্বা। উঁহু! রাম কহো—রাম কহো, বড়ি বদ্‌বো নিকাল্‌তে, ভ্রষ্ট বাঙ্গালিকো তামাম্ ইমান্ ছুট্ গিয়া, আউরৎ মরদ্ একদম্ ধরম্ ছোড় দিয়া।

২য় দ্বা। এহি পাপ্‌সে শালা লোক্ সব্ নাকারা বন্ গিয়া, থোড়ে রোজ্‌মে মুলুক্ খাক্ হো যায়েঙ্গে।

(তপ্সেমাচওয়ালার প্রবেশ)

(গীত)

তপ্‌সে মাচ টাকায় কুড়ি সস্তা দরে যায়।
(এণ্ডাওয়ালা তপ্‌সি মাচ)
এ তপ্‌সে খেলে পরে কত মজা পায়॥
আমার এ টাট্‌কা ধরা, নয়কো মরা,
(আবার) এ ডিমে ভরা তায়,—
মাচ চেনে যারা, নিচ্চে সব তারা,
(আবার) খালি ট্যাঁকে কত বাবু স্থধুই চেয়ে যায়॥

মাচ ও। ও দরওয়ান্‌জি! ও দরওয়ান্‌জি! বিবিরা কি এয়েছেন? আমায় যে মাচ আন্‌তে বলেছেন।

১ম দ্বা। হাঁ হাঁ আয়া, যাও ভিতর্‌মে ঘুস্ যাও।

[মাচওয়ালার প্রস্থান।

(কে, রায়ের প্রবেশ)

কে, রায়। এঁই, বিবিলোক আয়া ?

১ম দ্বা। হাঁ সাব্—আয়া, আপ্ ভিতরমে আইয়ে।

[সাহেবের প্রস্থান।

আরে এহি বেইমান্ লোক সব্ খারাব কিয়া, এন্‌লোক্কো জাতকা ঠিকানা নেহি, ধরমকো ঠিকানা নেহি, ইমান্‌কো বি ঠিকানা নেহি! আংরেজ এন্‌লোক্কো পছন্দ না কর্‌তে, হিন্দু ভি ঘরসে নিকাল দে দেতে! এন্‌লোক্কা ইজ্জৎকা বাৎ কা কহে ?

(বেলফুলওয়ালার প্রবেশ)

(গীত)

চাই বেলফুল।

আমার এ ফুলের গন্ধে প্রাণ করে আকুল ॥

মতিয়া বেল টাট্‌কা তোলা, গেঁথেছি তায় গোড়ে মালা,—

এ মালা পর্‌লে গলে, কত নাগর অমনি মেলে,

গোলাপের তোড়া দেখে, কত ছোঁড়া হয় ব্যাকুল।

রংবেরং ফুল নানা জাতি, মল্লিকা যূঁই আর মালতী,

সেঁউতী জাতি চাঁপা পারুল, গন্ধরাজ আর টগোর ফুল,

মন মজান বকুল ফুলে, গেঁথেছি সোহাগের ফুল ॥

ফুল ও। ও দরওয়ান্‌জি! বিবিরা এয়েছেন ?

১ম দ্বা। হাঁ আঁইয়েচেন্, তোম্ এত্তা দেরি কিয়া কাহে ? যাও যাও ভিতর্‌মে চালা যাও।

[ফুলওয়ালার প্রস্থান।

নেপথ্যে। থ্রি চিয়ারস্ ফর্ আওয়ার ওয়েল্‌কম্ গেষ্ট (Three cheers for our welcome guest !)

নে, সাহেব। আই হ্যাভ্ টাইম্‌লি এণ্টারড্ ইওর বিউটিফুল নেষ্ট। সিষ্টার মাটু! যাষ্ট্ ড্রাইভ্ দ্যাট্ পেষ্ট, দেন আই স্যাল্ কোয়াইট্‌লি ম্যানেজ্ উইৎ দি রেষ্ট (I have timely entered your beautiful nest ! Sister Matu, just drive that pest, then I shall quietly manage with the rest।

১ম দ্বা। আরে ভিতর্‌মে বড়ি মর্জা উড়্‌তে, চলো ফাঁক্‌সে থোড়া মারলেই।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

লিবার্‌টী হল।

তরুবালা, মাতঙ্গিনী, শৈলবালা, শরৎকুমারী, ভাগ্যধরী, কে, রায় ও খানসামা।

রমণীগণ। (গীত)

স্বাধীন প্রাণে, স্বাধীন মনে, স্বাধীন হ'লে এসেছি।
ঠাণ্ডা হাওয়া কোরে ধাওয়া, কাওয়া মেরে গিয়েছি॥

তরু। আরও এক পেগ নাওত সবে, গাটা তবে ওয়ারম্ হবে,
শৈল। ব্রাণ্ডী খেলে ফুর্‌তি পাবে,
মাত। আমি যে হুইস্কী ঢেলেছি ;
শৈল। আমি ভাই ভালবাসি সুইট্ রোজ্‌লিকার,
ভাগ্য। খাইতে আমি পারিনে ভাই টীভলি বিয়ার।
শরৎ। আমি সেরির সাথে চেরিফ্রুট্ চাট্ কোরে থাকি,
তরু। আমি নই্ও দিয়ে স্যাম্পেনেতে পঞ্চ্ কোরে রাখি,

সকলে। মোরা এক এক সিপে এক এক রকম
টেষ্ট কোরে ভাই দেখেছি॥

(হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে ! হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে !! হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে !!!)

কে, রায়। নাউ এ লিটিল্ চিট্-চ্যাট্ (Now a little chit-chat), তবে মিশ্ ভাগ্যধরী, আপনার কবে আসা হয়েছে ?

ভাগ্য। পইক্ষ কাল।

কে, রায়। আপনার মাদার ভাল আছেন ?

ভাগ্য। আজ্ঞে অয়।

কে, রায়। আপনার না বি, বানর্জির সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছিল ?

ভাগ্য। আজ্ঞে কোর্টসিপ্ (Courtship) কোরে দ্যাখলাম তাঁর প্রিন্সিপ্যালে (Principal) আমার প্রিন্সিপ্যাল ম্যালে না, তাই স্তগিদ হইয়া গ্যাছ্যা ; যার্‌য়া বিবাহ করতি অইব, তার্‌য়া ভাল কোর্‌য়া না পরীক্ষা লইয়া ক্যাম্‌নে হাত উঠাইয়্যা মন প্রাণ দেবার পারি ? আর মা টাকুরাণী অ্যাহন্ আমার বিয়ার বক্র দেখ্‌লাম, তাঁর মত্যা আমি বিলাত যাইয়া ব্যারিষ্টারী শিখ্যা এহানে বার্‌য়া জয়েন (Bar join) করি।

শৈল। আমি ভাই মনস্থ করেছি ডাক্তারি পাস কোরে এফ্. আর, সি, এস্ টাইটেল (F. R. C. S. title) নেব।

মাত। আমার ভাই ও সব ইচ্ছা নাই, আমি সিভিল সার-ভিস্ একজামিন (Civil service Examine) দিয়ে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ (Joint Magistrate) হ'তে সুরু কোরে একেবারে সিভিলিয়ান (Civilian) পদের খতম্ করবো।

তরু। আমার ভাই, ইঞ্জিনিয়ারিংএ (Engineering) বড়

টেষ্ট (taste)। টেমস্ ট্যানেল (Thames Tunnel) দেখে এসে, পদ্মা নদীতে বিটুইন্ দামুকদিয়া এণ্ড সাঁরাঘাট (between Damukdia and Saraghat) একটী প্রকাণ্ড ট্যানেল কোরে অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করবো, আরও ভাই প্রাণে একটী সাধ আছে।

শরৎ। কি ভাই ?

তরু। ব্যাবিলনের হ্যাঙ্গিং গার্ডনের (Hanging Garden) মত ভারতে একটী গার্ডন্ তয়ের কর্ব্বো।

শরৎ। আমি ভাই মিলিটারি (Military line) লাইনে ঢোকবার চেষ্টা কর্ব্বো। আমাদের মুখসর্ব্বস্ব বাবুরা যা এপর্য্যন্ত করতে পারেন নি, সেই কাজ কোরে তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেব যে স্বাধীনতা পেলে মেয়েমানুষে না পারে, এমন কাজই নাই। যখন অন্দরে বন্ধ থেকে কেবল হাব ভাব দেখিয়ে, দুটো মিষ্টি কথা কোয়ে তাদের আজন্ম নাকে দড়ি দিয়ে খাটাই, তখন পূরো স্বাধীনতা পেলে, আমরা সংসারকে রসাতলে দিতে পারি।

সকলে। (গীত)

আর ভয় করি কাকে, আর ভয় করি কাকে।

মাত। এখন বিলাত যাব, সিভিল হ'ব,
টেক্কা দিব মিন্‌সেদিগে॥

শৈল। আমি ডাক্তারি পাশ কর্ব্বো এবার,

শরৎ। হ'ব আমি ভল্যান্‌টিয়ার,—

তরু। হ'য়ে সায়েন্সেতে হেড্ প্রোফেসার,

ভাগ্য। আমি বাই বারে যাইয়া,
বসবো এবার বাহার দিয়া,
সকলে। তবে চল সবে হুর্‌রে দিয়া,
দেখি কে কাকে রোকে॥

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

পদ্মাবতীর কক্ষ।

রামশঙ্কর ও পদ্মাবতী।

রাম। তুমিইত নাই দিয়ে দিয়েই মেয়েটীর মাথা খেয়েছ, আমিও তোমার ভুলকুনিতে ভুলে ভেকো বোনে তাকে লেখা পড়া শিখিয়ে সর্ব্বনাশ করেছি।

পদ্মা। আমার দোষ কি বল? সকল বড় মানুষের মেয়েরা আজকাল স্কুলে যায়, তাই আমি তরুকে পঠিয়েছিলেম; আমাদের কপাল হ'তে এমন হবে তা কেমন কোরে জানব?

রাম। আর হবার বাকী কি আছে বল দেখি? মেয়ে হোটেলে যাওয়া, হাওয়া খাওয়া, রাত বেড়ান, কোন্ দোষটি বাকী আছে বল দেখি? আমি আরও কোথা সুপাত্র দে বিয়ে দেব মনে করেছি, মেয়ে তোমার মদখেয়ে ঢলাঢলি কো বেড়াচ্ছে, এ কথা শুনলে কোন্ ভদ্রলোক তাকে বিয়ে করবে ব দেখি? যদি ভাল চাও, তার স্কুল যাওয়া বন্ধ কোরে দাও, যা বাড়ীর বার না হ'তে পারে আমি তার বন্দোবস্ত কোর্ব্বো।

পদ্মা। যদি বেশী পেড়াপিড়ি কর—এখন যে দিন কা পড়েছে, যদি দু পা বেরিয়ে দাঁড়ায়, তাহ'লে মাথাটা যে একে

বারে হেঁট হ'য়ে যাবে। তুমি দলপতি, তোমার ঘরে যদি এমন ঘটে, তাহ'লে ঢাকবারত আর উপায় নেই! একেবারে ঢাক বেজে যাবে যে; তখন কার মুখে হাত দিয়ে রাখবে?

রাম। বলি, তাতেত মাথা হেঁট হবেই, কিন্তু এমন কোরে এদিক ওদিক বেড়িয়ে যদি অন্য বিভ্রাট ঘটে, তাহ'লে আর কি হেঁট হবে বল দেখি? তাহ'লে যে একেবারে হাটে হাঁড়ী ভেঙ্গে গিয়ে সব ছর্‌কোট হবে।

পদ্মা। না—না—না! সে বিষয়ে তরু খুব খাঁটী—গঙ্গাজল বল্লেও হয়। এই এমন ভরা সোমত্ত কাল, কোন পুরুষের দিকে একবার ভাল কোরে চেয়েও দেখেনা।

রাম। নাও নাও, আর তোমার মেয়ের গুণ ব্যাখ্যা করতে হবেনা! সেই হতভাগা বিলেত ফেরত কাল্টা ছোঁড়াটা—আমি দেখেছি, রোজ রোজ তার ঘরের জানালার নীচে এসে শিশ দেয়, আর তোমার গুণধর মেয়ে অমনি একটা অছিলে কোরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়।

পদ্মা। ওমা!—একি সর্ব্বনাশের কথা বলছ গো! আমার তরুরত তেমন স্বভাব নয়! তবে পড়া শুনোয় বড় আটা, তাই এর ওর কাছ থেকে বলে নিতে যায়; ছিছি, তোমার মুখে এমন কথা ভাল শোনায় না।

রাম। তা যাই হোক, তোমাকে আমি ভালর জন্য বলছি, মেয়েকে আর বাইরে বেরুতে দিওনা; এই অগ্রহায়ণ মাসে আমার যত টাকা খরচ হয় তার বিয়ে দেবই দেব।

পদ্মা। আর মেয়ে যদি বিয়ে করতে না চায়?

রাম। তার বাবা যে বিয়ে করবে।

পদ্মা। মরণ আর কি! এ বয়সে তোমায় কোন্ আবাগী বিয়ে করবে? কুচায় বের্য কাঠ বাঁধা, উনি আবার বিয়ে করতে চান!

রাম। আর ঠাট্টায় কাজ নাই, মাগীর হ্যাকাপনা দেখে বাঁচিনি! তুমিইত যত নষ্টের মূল! তোমার আস্কারাতেইত সে আমায় মানেনা! নইলে আমি একদিনে সব সোজা করতে পারি।

(তরুবালার প্রবেশ)

তরু। একি মা! এত বকাবকি কিসের? তোমরা বুড়ো-বুড়ীতে শেষে হাড়াই ডোমাই করতে আরম্ভ করলে! তোমাদের জন্য যে বাড়ীতে ট্যাকা ভার হ'ল দেখছি। সমস্ত দিনের লেবারের (Labour) পর একটু রেষ্ট (rest) নেব, তোমাদের জ্বালায় তাও হবার যো নাই! যাই পার্কে (Park) গিয়ে রিফ্রেস্‌ড্ (refreshed) হইগে। (গমনোদ্যত)

পদ্মা। তরু—মা—যেওনা, কত্তা রাগ করবেন।

তরু। কল্লেনইবা! আই ডোণ্ট কেয়ার্ টোপেন্স ফর্ দ্যাট্ (I don't care to'pence for that) আমি তোমাদের এরূপ বদারেসন্ সহ্য কোরে কখন হেল্‌থ্ লুজ্ (health loose) করতে পারবো'না।

[প্রস্থান।

পদ্মা। দেখলে—দেখলে, তোমার সামনে দিয়েত চলে গেল, কৈ, আটকে রাখতে পারলে না? মেয়ের কিছুই করতে পারবেন না, আমার উপর ঝাল ঝাড়তে আসেন, আমি যেন ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো, আমার যেন মরণ নেই, তাই এমন ভাতারের হাতে পড়েছি।

রাম। নাও, আর পেন্‌পেনাতে হবেনা, এই পেন্‌পেনানীর জ্বালাতেই আমার সর্ব্বনাশ হ'ল।

(তর্কালঙ্কারের প্রবেশ)

[পদ্মাবতীর প্রস্থান।

তর্কা। বলি হ্যাঁগা, আমাদের মাতঙ্গিনী কি এখানে আছে?

রাম। কৈ! আপনার মেয়েত এখানে আসেনি!

তর্কা। অ্যাঁ বল কি! এই যে গোরবেটী বলে এল যে, আমি তরুর কাছে যাচ্ছি! সর্ব্বনাশ হ'ল—সর্ব্বনাশ হ'ল! অবশেষে বুঝি জাতটে গেল! তোমার মেয়ের সঙ্গে বেড়িয়ে বেড়িয়েই মাতী বেটীর দফা রফা হয়েছে; তোমাদের কি, বড় মানুষ—টাকার জোর আছে, কেউ দোষ ঘাট ধরবে না, আমি গরিব ব্রাহ্মণ—আমারই জাতকুল গেল দেখছি।

রাম। তর্কালঙ্কার মশাই, এখন এর উপায় কি বলুন দেখি? আমার সামনেত হতভাগা মেয়েটা টট্টরিয়ে বেরিয়ে গেল, তার গর্ভধারিণীর কোন কথা শুনলে না।

তর্কা। আপনার দরওয়ান আছে, লোকজন আছে—হারামজাদীকে বেঁধে রাখতে পারেন না! আমি হ'লে তার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে ধানেভাতে খাওয়াতেম।

রাম। তবে আপনার মেয়ের কি কচ্ছেন? তাকে আটকাতে পারেননি কেন?

তর্কা। আর আমার কি তা করবার যো আছে? যে দজ্জাল মাগের পাল্লায় পড়েছি, জোরে কোন কথা বলতে গেলেই একেবারে উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধরে আঁসবঁটী, পোড়াকাঠ, মুড়োখ্যাংরা সুমুখে যা পায়, ছুঁড়ে মারে, আমি বুড়ো মানুষ, তাকে কি

ঁাটতে পারি, এখন চলুন দেখি, এর একটা পরামর্শ কোরে উপায় করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

ধর্ম্মতলার মোড়।

তরুবালা, মাতঙ্গিনী, শৈলবালা, শরৎকুমারী ও ভাগ্যধরী।

কলের। (গীত)

আমরা বেরিয়েছি সব হাওয়া খেতে, চরুট মুখে ছড়ি হাতে।
বেড়াব, হোটেলে যাব, সপার খাব, ফির্‌ব আবার রাতে রাতে॥
মিন্‌সেগুলো অবাক হয়ে, মুখের পানে দেখছে চেয়ে,
আমর্ মর্ পড়লো বুঝি পথে,—
আপিস থেকে যাচ্ছে খেটে, যেন সব নগ্‌দা মুটে,
শুক্‌নো মুখে খালি পেটে, কালি জুলি হাতে॥

[কতিপয় কেরাণীবাবুর প্রবেশ ও প্রস্থান।

(জনৈক মাতালের প্রবেশ)

মাতাল। কে বাবা!—মেয়ে মানুষ! বাদলায় ফূর্ত্তি করতে বেরিয়েছ ?

শৈল। হোয়াট্ এ বিষ্ট! অফ্ ইউ ন্যাষ্টি ক্রচার্ (what a beast! off you nasty creature)!

মাতাল। ও বাবা কি চক্র! কুরুর্ বগ্ দেখেছ!

শৈল। কনষ্টেবল! কনষ্টেবল!

[মাতালের প্রস্থান।

(জনৈক হাণ্ডবিল ডিষ্ট্রীবিউটরের প্রবেশ)

ডিষ্ট্রী। মশাই, একটিকিটে ছুদিন, ৬ খানা ভাল ভাল বই, তার সঙ্গে রবার ষ্ট্যাম্প উপহার! অনুগ্রহ কোরে যাবেন মশাই।

১ম কে। ভাল ব্যাটা ভ্যান্ ভ্যান্ কচ্ছে! বাদলায় ভিজে বেরাল হ'য়ে আপনাকে সামলাতে পাচ্ছিনি, ওর থিয়েটার দেখতে যেতে হবে। ও রবার ষ্ট্যাম্প ফবার ষ্ট্যাম্পে দরকার নেই, কিছু নগদ দিতে পারিস?

ডিষ্ট্রী। আজ্ঞে, তবে বাবুর কাছে যাবেন—এই নিন।

(হ্যাণ্ডবিল প্রদান)

১ম কে। না না, কাগজে দরকার নেই—যা যা।

২য় কে। আহা হা নাওনা ছে, তামাক বাঁধতে হবে, জুতো জোড়াটা মুড়ে নাওনা।

[রমণীগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(চানাচুরওয়ালার প্রবেশ)

(গীত)

চানাচুর গরমাগরম কে নিবিত আয়।
বিকিয়ে গেলে আর পাবিনি করবি হায় হায়॥
আমার এ মচ্‌মচে ভাজা, মসলা দেওয়া গরম তাজা,
খেলে পায় কত মজা, জল সরে নোলায়।
পয়সায় ঠোঙা ভোর, আমি বেচি দোর দোর,
ধার দেওয়ার ধার ধারিনি, বড়ই নারাজ তাগাদায়॥

তরু। ওরে চানাচুরওয়ালা, দেখি কেমন চানাচুর, বেশ গরম আছেত?

চানা। খুব গরম—দেখুন না, কতকের দেব?

তরু। এক পয়সার দে।

চানা। এই নিন। (চানা প্রদান, মুল্য গ্রহণ)

শৈল। ওরে, আমায় এক পয়সার দেত।

চানা। এই নিন। (চানা প্রদান, মূল্য গ্রহণ)

মাত। তবে আমাকেও এক পয়সার দে।

চানা। এই নিন। (চানা প্রদান, মূল্য গ্রহণ)

ভাগ্য। আমায় অর্দ্ধসের দেবার পার ?

চানা। আজ্ঞে, আগুণের মালসাটী পর্য্যন্ত ওজন করলে, তবুও অর্দ্ধসের হবে না।

ভাগ্য। তব্যা দুই পয়সার দ্যাও।

চানা। এই নিন। (চানা প্রদান, মূল্য গ্রহণ)

[চানাচুরওয়ালার প্রস্থান।

(কে, রায় ও নিমচাঁদের প্রবেশ)

কে, রায়। গুড্ ইভনিং লেডিজ্ (good evening ladies)!

তরু। হ্যালো (Halo) নিমচাঁদবাবু! হাউ আর ইউ (how are you) ?

নিম। আজ্ঞে, থ্যাঙ্ক গড্ (thank God)। ... (health) বেশ আছে।

মাত। এখন সেই অফিসে কর্ম্ম করা হচ্ছে ?

নিম। আজ্ঞে হ্যাঁ।

তরু। মাইনে টাইনে বেড়েছে ?

নিম। আজ্ঞা না, সেই তিরিশ টাকাই আছে। আজকাল চাকরীর বাজার যা হয়েছে, ঐ তিরিশ টাকাই থাকলে বাঁচি।

শৈল। আপনার কতদিন সারভিস্ হ'ল ?

নিম। আজ্ঞে প্রায় আড়াই বৎসর হ'ল।

শৈল। তবে এখনও চ্যান্স (chance) আছে।

নিম। ইনি কে ? এঁকে যে চিন্‌তে পাচ্ছিনে !

তরু। উনি একজন গ্রাজুয়েট (graduate), আলাপ কর না!

নিম। আজ্ঞে, আমার বহু ভাগ্য যে আপনার সঙ্গে আলাপ হ'ল। মে আই টেক্‌ দি লিবারটী অফ্‌ আস্কিং ইওর নেম প্লিজ্‌ (may I take the liberty of asking your name please)?

ভাগ্য। কার‍্যা কৈচ্যান—আমার‍্যা? আমার নাম মিশ্‌ বাগ্যদরী চৌধুরাণী এলে, এ, (L. A.) মাতার নাম কৈলাসমণি চৌধুরাণী ফিলজফিতে এমে, এ, (Philosophy M. A.) নিবাস ডাকা জিলা।

নিম। এখানে কোথা থাকা হয়?

ভাগ্য। টন্‌টনিয়্যা বগবান বাবুর বারী, অষ্ট নম্বর গর।

(জনৈক উড়েবেহারার প্রবেশ)

বেহারা। অবধাঁড়! টিক্কা চিঠি অছি। (পত্র প্রদান)

ভাগ্য। (পত্র পাঠ)

[বেহারার প্রস্থান।

তরু। মিশ্‌ চৌধুরাণী, তোমার মুখখানি যে শুকিয়ে গেল! কোন মন্দ খবর নাকি? শোনবার কোন বাধা আছে?

ভাগ্য। ও! নো নো! (O! no no!) কএকটা জীবের নাশ অইচ্যা—শুনেন শুনেন। কলাত্তার ত্বনে যে কবুত্তর পাটায়-ছ্যালেন, তা গরের মদ্দি কোপ্‌ কর‍্যা রাখ্‌চি, রাত্তির দুপুর কালে বন্‌ অইতে বদর্‌ আইস্যা চা কাইচ্যা, ডিম্ব কাইচ্যা, তোমার বুন জয়াবতী তার সনে লরালরি করত্যা গিয়্যা আচ্‌রাইচ্যা কামরাইচ্যা, বারির কালা কুত্তা মরচেত্তি।

নিম। (স্বগত) জীবের নাশই বটে, একটু অন্ধকারে যদি

এই রকম কথা কইত, তাহ'লে আমারই জীবন নাশ হ'ত! কে, রায় এঁকে চিকাগোর মেলায় নিয়ে গেলেই আগে চিড়িয়াখানায় পূরবে।

তরু। নিমচাঁদ বাবু, কালত আমরা এখান থেকে ষ্টার্ট (start) করছি, তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল ভালই হ'ল! ফেয়ারওয়েলটা (Farewell) কোরে নি।

নিম। কালই কি চিকাগো ষ্টার্ট করছেন? কে কে যাবেন?

তরু। ডাক্তার গউরবাবু, ইঞ্জিনিয়ার নরহরিবাবু প্রভৃতি প্যাট্রিয়েটগণ (Patriot) সকলেই গেছেন। ডাক্তার গউরবাবু সেখান থেকে এম, ডি, (M. D.) টাইটেল পেয়েছেন। এবার আমাদের পালা! মিষ্টার রায়ের সঙ্গে আমরা কাল ভয়েজে (Voyage) যাব।

নিম। আপনারা হিন্দু মহিলা! তবে কি আপনাদের গার্জ্জেনদের বিনা অনুমতিতে যাচ্ছেন? আমি শুনেছি আপনার ফাদার, জমিদার বাবু আশুতোষ দত্তের ছেলের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ স্থির করেছেন, এই আসছে অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ হবে, আপনি কেমন কোরে যাবেন?

তরু। ছো ছো! হোয়াট্‌ ননসেন্স ইউ সে (what nonsense you say)? বিবাহ! আমার নলেজ (Knowledge) ব্যতিরেকে! আমি তাকে জানলেম না, দেখলেম না, তার কোন কথা শুনলেম না, তাকে পারসন্যালি একজামিন (personal Examine) করলেম না!—বিবাহ—বিবাহ কি কল্লেই হ'ল? আর আমার ফাদার (father) কোন্‌ রাইটেই (right) বা আমাকে না জানিয়ে একজনের ডিপেণ্ডেণ্ট (dependent) করে দিতে চান?

নিম। সেকি! পিতা কন্যার বিবাহ দেবেন, এতে কন্যার মতামতের অপেক্ষা কি?

তরু। ওঃ, আপনিও দেখছি একজন ওল্ড ক্লাসের ষ্টুডেণ্ট (old class student)। (ঘড়ি দেখিয়া) নিয়ারিলি সেভেন্, গুড্বাই (nearly seven, good-bye)! আর অপেক্ষা করতে পারিনে।

[নিমচাঁদ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নিম। যাও বাবা! জল বিহারের মজা টের পাবে! বিদ্যের ধ্বজা উড়াওগে।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

বিডন্ স্কোয়ারের পার্শ্ব।

তর্কালঙ্কার, ভট্টাচার্য্য ও পথিক।

পথিক। ভট্টাচার্য্যমশাই প্রণাম!

ভট্টা। জয়স্তু।

পথিক। সকাল বেলা দাঁও মারলেন কোত্থেকে?

ভট্টা। এই দত্তবাবুদের বাড়ী থেকে।

পথিক। আজ্ঞে তাতো হবেই, বনেদি ঘর—আর এই ক ঘর কায়েতেই যা আপনাদের মান রেখেছে, ক্রমে বড় বড় ঘর সবই গেল, আপনাদেরও পাওনা থোওনা উঠে গেল।

ভট্টা। আর বাবু পাওনা! সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।

(একদল সঙ্কীর্ত্তন, কতিপয় লোক, বেশ্যাগণ ও গোস্বামীঠাকুরের প্রবেশ)

(গীত)

"হরিবোলে আমার গউর নাচে।
নাচেরে গৌরাঙ্গ আমার সঙ্কীর্ত্তনের মাঝে॥
(২ বার) রাঙ্গাপায়ে সোণার নূপুর রুণু ঝুণু বাজে॥"

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

ভট্টা। ওহে বাপু শোন শোন! কিসের সঙ্কীর্ত্তন বেরিয়েছে?

পথিক। আজ্ঞা সুধু সঙ্কীর্ত্তন নয়, সঙ্গে সঙ্গে মালসা ভোগ!

ভট্টা। তাতো দেখতেই পাচ্ছি। এরা কারা? কোথা থেকে আসছে?

পথিক। আসছে রাজার রাস্তা থেকে; দেরকোহরোর স্বর্গারোহণার্থে এই সঙ্কীর্ত্তন ল'য়ে প্রভু স্বয়ং বেরিয়েছেন।

ভট্টা। হাঁ তাইত বটে, তা মহাপ্রভু দুল্‌ছেন কেন?

পথিক। আজ্ঞে, ভাবের ভোরে।

[পথিকের প্রস্থান।

ভট্টা। বলি তর্কালঙ্কার ভায়া! তোমার কন্যার বিবাহের কি কচ্ছো? বয়স্থা হ'য়ে উঠলো যে!

তর্কা। আর বয়স্থা! আমার যে অবস্থা, তাতে নাস্তা নাবুদ না হই। চেষ্টার ত ক্রটী করছি না, একটী পাত্রত স্থির করেছি, কিন্তু আজকালকার বাজারের যে দর, শুনলে গায়ে জ্বর আসে।

ভট্টা। তোমার এত বড় বড় যজমান, তোমার ভাবনা কি?

তর্কা। পূর্ব্বেকার মতন এখন আর কি তেমন যজমান

আছে, এখনকার যজমান সব বেইমান হ'য়ে পড়েছেন। আধুনিক ইংরাজী শিক্ষায় তাদের মস্তিষ্ক এখন বিকৃত হ'য়ে গেছে; গুরু পুরোহিতের প্রতি আর সেরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি নাই; এখন দায় জানালে ব'লে থাকেন, জন্ম দেবে তুমি, আর টাকা দেব আমরা!

ভট্টা। তোমার মেয়েটী নাকি ইংরাজী লেখাপড়া শিখেছে?

তর্কা। আজ্ঞে, সেই লেখাপড়াই আমার কাল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এখন চলুন, বেলাটা অধিক হ'য়েছে, আর বিলম্ব কোরে কাজ নাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

গঙ্গাবক্ষ।

সুসজ্জিত অর্ণবযানোপরি তরুবালা, মাতঙ্গিনী, শৈলবালা, ভাগ্যধরী, শরৎকুমারী ও কে, রায়।

সকলে। (গীত)

আয় আয় আয়, দেখরে হেথায়, স্বাধীন পবন বইছে এখন।
স্বাধীন লতা, স্বাধীন পাতা, স্বাধীন প্রাণে দুলছে কেমন॥
প্রেমিক সুজন সঙ্গে নিয়ে, প্রেমের-তরি যাইরে বেয়ে,
নয়ন খুলি দেখরে চেয়ে, লাগবে তরি প্রেম-নিকেতন।
অন্দরেতে বদ্ধ থাকি, অন্ধ হ'য়ে ছিল পাখী,
(এখন) পিঞ্জরের দ্বার ভগ্ন দেখি, কুঞ্জে কুঞ্জে উড়ছি কজন,—
স্বাধীন-বাতাস লাগছে গায়ে, থাকতে ঘরে সরেনা মন॥

(সার্জ্জন, কনষ্টেবল, রামশঙ্কর, তর্কালঙ্কার ও প্রতিবেশীর প্রবেশ)

তর্কা। সাহেব, এই জাহাজে! সাহেব, এই জাহাজে! বজ্জাত
বেটীরা ঐ রুমাল হাতে কোরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখ সাহেব
বেটীদের স্পর্দ্ধা দেখ, হিঁদুর মেয়ে হ'য়ে একবার সাহসটা দেখ

সার্জ্জন। কোন্ ব্যক্তি ইহাডের পরামর্শ ডিয়া ঘড়ের বাহি
করিয়া পলায়ন করিয়াছে?

তর্কা। (চুপি চুপি) সাহেব, ঐ গুওডা, ঐ ম্লেচ্ছ গুওডা
পাজি ব্যাটা আপনার জাতের মাথা খেয়েছে, আবার আমাদের
জাত কুল মজাতে বসেছে।

সার্জ্জন। নেই নেই, ও জেণ্টল্‌ম্যান্ আছে। হি ইজ
ম্যান্ অর্ণামেণ্ট অফ্ ইওর্ কন্‌ট্রী, এ রিয়েল্ রিফর্‌মার্ (He is a
ornament of your country, a real reformer) তুমি ওঁ
নামে মিথ্যা চার্জ (Charge) দিয়াছ, তোমার সাজা হইবে।
স্ত্রীলোকেরা কেহ বালিকা নহে, পুরা যুবতী আছে, ইহারা আ
তোমাদের এক্ষণে অধীনে থাকিতে পারেনা। কেন হক্ না
হক্ পুলিসকে কষ্ট ডিলে? তোমার নামে শমন বাহির হইবে।

[সার্জ্জন ও কনষ্টেবলের প্রস্থান

তর্কা। ও বাবা! এ যে উল্ট চাপ! মেয়েগুলোকে ফুসলে
ফাসলে ঘর থেকে বার কোরে, দ্বীপান্তরে নিয়ে চল্লো—নালি
করলেম—নামঞ্জুর হ'য়ে শেষে বিপত্তিতে পড়তে হ'ল! হ
ভগবান! দেশ কি একেবারে উচ্ছন্ন গেছে! এমন লোক বি
একটীও নাই যে আমাদের হ'য়ে এ সময় দুটো কথা কয়?

রাম। তর্কালঙ্কার মহাশয়! নালিশ কোরে পঁ্যাজ পয়জার হয় যে? আর বাড়াবাড়ীতে কাজ নাই, এখন মিষ্টি কথায়, গায়ে হাত বুলিয়ে যদি বেটীদের ঘরে ফেরাতে পারি, তার চেষ্টা করা যাক।

কে, রায়। কি রামশঙ্কর বাবু, আমার নামে নালিশ করেছিলেন না? এখন কি হ'ল? আপনার এ কচি মেয়ে নয় যে ভুলিয়ে এনেছি। আর আমারও কোন কুঅভিপ্রায় নাই, দেশের মঙ্গলের জন্য, কুসংস্কার নিবারণ জন্য, অন্তপুরে আবদ্ধ না থাকিয়া সুশিক্ষাবলে আপনারাই অন্ধকার হইতে আলোকে আসিতেছে। সৎপথে অগ্রসর হইতে আপনারা কেন বাধা দিতেছেন?

রাম। বাপু, তুমি কায়স্থ, ভদ্র লোকের ছেলে, বাপ পিতামহের নাম সম্ভ্রম আছে। তোমার কি আমাদের এ সর্ব্বনাশ করা উচিত? তোমার পায়ে পড়ি মেয়েদের ফিরিয়ে দাও।

কে, রায়। মহাশয়! আমি কি উঁহাদের ধরিয়া রাখিয়াছি? ওঁরা ইচ্ছা করিলে এখনি ঘরে ফিরিয়া যাইতে পারেন।

তরু। বাবা! তুমি বুড়ো হ'য়ে তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে! আবার এখানেও জ্বালাতে এসেছ? যাও যাও—ঘরে ফিরে যাও, দু তিন মাসের মধ্যেই আমি ফিরে আসবো।

রাম। ও বাবা তরু! তুই ও কি বলিস? আমি যে তোর বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করেছি, কাল যে তারা পাকা দেখতে আসবে।

তরু। আগে আমি নিজে পাকা হ'য়ে আসি, তার পর তুমি পাকা দেখিও।

তর্কা। ও মা—মাতু, তুই না হয় নেমে আয়! তুই

ভট্‌চায্যির মেয়ে, তুই কেন বাছা গোলে প'ড়ে ঘোল হ'য়ে যাস? তুই যে আমার সবেধন নীলমণি! যজমানের বাড়ী থেকে নৈবিদ্দি এলে আব্দার কোরে আগে ভাগে সোঁতোলা মোণ্ডা কে তুলে নেবে মা?

মাত। বাবা, আমি তোমার ঐ বেগারই ঘুচাবার জন্যই যাচ্ছি। কষ্ট কোরে আজন্ম টোল ঠেঙ্গিয়ে তোমাদের যে এত দুর্গতি, এ আমরা চোখে দেখতে পারিনা।

ভাগ্য। আপনারা ব্রমে পড়িয়া বুল বক্‌চেন ক্যান্? আমাগর ফেরতকাল তক্ অপেক্ষা কর্যান, দ্যাকবেন বিজ্ঞানের বলে দ্যাসের কিতক্ উন্নতি করবার পারি। চাষা ভূষাগর আর লাঙ্গল ঠেলিয়া চাষ করতে অইব না, বিজ্ঞানে সে কার্য্য অইব।

রাম। আর বাবা বিজ্ঞান ঢুকিয়ে কাজ নাই, তোমরাই আমাদের অজ্ঞান কোরে দিয়েছ।

তরু। ভাগ্যধরী বাবু, নো মোর উইথ্ দি ওল্ড ফুল্‌স্ (No more with the old fools)! আসুন, জাহাজ ছাড়ছে। আমরা মাদার-ল্যাণ্ডের (Mother land) কাছে ফেয়ারওয়েল নি।

প্রতিবেশী। কেমন—হয়েছে তো? বড় যে আস্বা কোরে মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন? এখন স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী হ'ল যে?

তর্কা। তাইত হে ঘোষজা মহাশয়, এ "হ'ল কি?" যাবার সময় এতো "খণ্ড-প্রলয়" কোরে চল্লেন, আবার ফিরে এসে মহা-প্রলয় না করলে বাঁচি!

রমণীগণ। হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে! হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে!! হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে!!!

(গীত)

কলেজে নলেজ পেয়ে, ভয়েজে যাচ্ছি বেয়ে,
মগজে স্বাধীন লগেজ, কারু মানা মানবে না।
বাতাসে দুল্‌ছে জাহাজ, প্রবাসে চলেছি আজ,
পাল তুলে পালাতে পেলে, পাথারে ভয় থাকবে না ;
অন্দর সদর করি, আঁধারে আলোক ধরি,
হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে, (বলি) জাত বাছ্‌লে চলবে না ;
নাবিয়ে দিচ্ছি প্রাণের বোঝা, উড়িয়ে দিচ্ছি স্বাধীন ধ্বজা,
করেছি দেল্‌টা তাজা, হাজার হাঁকে হেল্‌বে না॥

Sound the Trumpet, strike up Band,
Adieu Adieu our native land,
Rule O ! Queen ! O're Sea and sand,
Farewell ! Farewell !! Farewell !!!

যবনিকা।

মোহ-শেল।

(চম্পূনাট্য)

(রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত।)

শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতা ১৭ নং তারক চাটুয্যের লেন হইতে
শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা
৬ নং ভীম ঘোষের লেন,
গ্রেট ইডিন প্রেস,
ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৮ সাল।

মূল্য ৵০ দুই আনা।

উপহার।

পরম কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ বসু

সকলমঙ্গলাস্পদেষু।

মহোদয়!

কায়স্থ জাতিই ব্রাহ্মণের মান সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন নিশ্চয় জানিয়া পরম প্রীতিসহকারে আমার মানসপ্রসূত মোহ-শেল-বিদ্ধ পুরঞ্জনকে আপনার কোমল হস্তে সমর্পণ করিলাম। আপনি ইহাকে স্নেহ ও যত্ন করিবেন এই অনুরোধ।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।

১৭ নং তারক চাটুর্য্যের লেন,

কলিকাতা।

অভিনয়োল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

কাল, পুরঞ্জন, জনৈক ব্রাহ্মণ, সুরাবিক্রেতা, হালালখোর।

স্ত্রী।

শুভঙ্করী, অপ্সরাগণ, বামাদল, হালালখোরের পত্নী।

মোহ-শেল।

স্মূচনা।

হিমালয় পর্ব্বত।

(পুরঞ্জনের প্রবেশ)

পুর। যে ব্যক্তি আত্মা মন ভগবানে সমর্পণ করে এবং সমস্ত পার্থিব সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁরি উপাসনাতে রত হয়, সেই যথার্থ সুখী। শুক সনাতনাদি মহাপুরুষগণ কৌমার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে সংসারবন্ধন হতে মুক্ত হয়েছেন ; আমিও তাঁদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে জীবন্মুক্ত হব। (অগ্রসর)

(কালের আবির্ভাব)

কাল। পুরঞ্জন! কোথা যাও, কোথা যাও ? প্রত্যাগমন কর। তুমি যুবক, সংসারচরিত্র অনভিজ্ঞ। এ সময়ে এ বয়সে এ উদ্যম ভাল নয়।

পুর। আপনি কে ? কেন আমাকে নিবারণ কচ্ছেন ?

কাল। আমি কাল! আমার মায়ায় তোমার চক্ষু আবরিত, তোমার দক্ষিণ হস্ত আবদ্ধ। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমান্বয়ে তোমার হস্তবন্ধন মোচন হবে এবং তোমার চক্ষের আবরণও অপসারিত হবে। তখন তুমি স্পষ্টরূপে সংসার সন্দর্শন ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করতে পারবে। এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হও, আর অগ্রসর হবার প্রয়োজন নাই।

পুর। আপনি প্রাজ্ঞ হয়ে জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধের তারতম্য করছেন না এই দুঃখের বিষয়। আমি স্বীয় সঙ্কল্প হতে কখনই প্রতিনিবৃত্ত হব না। আপনার যথা ইচ্ছা গমন করুন।

কাল। তবে তুমি নিয়তি-নিয়ম ভোগ করগে। (অন্তর্ধান)

পুর। ভগবান বাসুদেবের আজ পূজা করা হয় নাই। পুষ্প চয়নের জন্য নানাস্থান ভ্রমণ করলেম, কিন্তু কোথাও পুষ্প পেলেম না। স্বভাবের শোভার ভাণ্ডার এই গিরি-শিখরে এসেছি, দেখি এখানে পুষ্প পাওয়া যায় কি না। ঐ অদূরে স্রোতস্বতী-পুলিনে একটী সুন্দর আরাম নয়নগোচর হচ্ছে। ঐ স্থানে নিশ্চয় পুষ্পবাটিকা আছে। (অগ্রসর)

(শুভঙ্করীর আবির্ভাব)

গীত।

যেওনা যেওনা বাছা প্রলোভন-কাননে।
সঙ্কটে পড়িয়া শেষে হারাবে কি জ্ঞান ধনে॥
হস্তে সুদৃঢ় বন্ধন, নয়নেতে আবরণ,
এ দশায় করে গমন, সারা হবে কেন প্রাণে;
কালের কথা ঠেলনা, একেলা চলে যেওনা,
বৃথা গরিমা কোরোনা, মোজনারে অভিমানে॥

পুর। এ কুহকিনী আবার কে! আঃ!! ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হতে গেলে পদে পদে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। না—না, আমি আর কাহারই নিষেধ শুনবো না, এই চল্লেম।

[প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রথম আরামদ্বার—পার্শ্বে সুরাবিক্রেতার আপণ।

(সুরাবিক্রেতা আসীন।)

গীত।

প্রাণ কেড়ে নেয় রঙ্গে কেরে তরলিনী ঢলে ঢলে।
মজলো মন যে হেরে ওরে আপন স্বভাব যাইগো ভুলে॥
চল্‌কে যবে চল্‌কে পড় গেলাসেতে আমোদভরে;
ভর্ হয়ে যায় অমনি মেজাজ গন্ধে মগজ যায়গো গলে॥

লোকে আমাদের অপকৃষ্ট জাত বলে ঘৃণা করে। কিন্তু তারা জানেনা যে গণেশ দাদার শুঁড় থেকে আমরা জন্মেছি। মা আদ্যাশক্তি কারণবারি রক্ষা করবার জন্য গণেশ দাদার উপর ভার দেন। মদের লোভ সামলান বড় দায়! গন্ধে গণেশ দাদার মাথা ভোর হয়ে গিয়ে এক ঝলক নেবার চেষ্টাতেই হোক্ আর যাতেই হোক্ একবার শুঁড় নেড়েছিলেন। সেই শুঁড় ঝাড়াতেই আমরা জন্মেছি। দাদাও আমাদের উপর এই কারণবারির ভার দিয়েছেন। দুঃখের বিষয় এমন অমৃত আমাদের খেতে নিষেধ করে দিয়েছেন। চিনির বলদের মত আমরা কেবল বয়ে মরি।

(পুরঞ্জনের প্রবেশ)

গীত।

ভজরে মানস মম পরেশ পরম ধন।
রবেনা ভাবনা হবে ভব ভয় বিমোচন॥
জাগরণে কি শয়নে, ঘুমাইয়ে কি স্বপনে,
সদা ভাব মনে মনে, সে অভয় শ্রীচরণ॥

সু-বি। ওকি বাবা! কোল-ন্যারার মত অলকা তিলকা আঁকা বিউনিওয়ালা চেহারাখানা যেন মস্তারাম বাবাজী, গেঁটা গোঁটা ওটা কে আসে? ব্যাটা জোঁদা গোঁড়া, একগুঁয়ের মত গোঁ ভরে চলেছে; অমনি ছাড়া হবে না। তাড়া দিয়ে দেখি দৌড়টা কতদূর। বলি, টরটরিয়ে ও কে যায়? দাঁড়াও দাঁড়াও, ব্যাপারখানা কি? কোথায় যাচ্ছ? এ বাবার বাগান। মার প্রসাদ না পেলে এর ভেতরে যেতে পারবে না।

পুর। কি বলছ বাপু? কার বাগান?

সু-বি। আজ্ঞে এ মহাদেবের কুঞ্জকানন। কারণবারি না পান করলে এর ভেতর ঢুকতে পাবেন না।

পুর। (কর্ণে হস্ত দিয়া) নারায়ণ! নারায়ণ! কি বল্লি? আমি বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ, ভগবান অচ্যুতের পূজা করবার জন্য পুষ্পচয়ন করতে যাচ্ছি; তুই আমাকে মদ খেতে বলিস? পাপিষ্ঠ! তোর ছায়া স্পর্শ করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। শাস্ত্রে বলে—যদি ষাঁড়ে আক্রমণ করে, তবু শুঁড়ির দোকানে আশ্রয় নেবে না। তোর এতদূর স্পর্দ্ধা! আমাকে মদ খেতে বলিস্?

সু-বি। নাও ঠাকুর নাও। তুমিত তুমি, কত কত শূর বীর

রসাতলে গেল, তার ঠিক নাই। তোমার শুক্রাচার্য্য কি করেছিল? মদ খেয়ে আপনার শিষ্য কচকে যে চাট্ করে মেরে দিয়েছিল। বলি, যার পূজা করতে যাচ্ছ, তিনি যে মদের জালা, তাঁর গুষ্ঠীশুদ্ধ মদ খেয়ে মারামারি ক'রে গোল্লায় গেছেন। কোন্ দেবতা-না মদ খেয়েছে, বল দেখি? তুমি মদের নিন্দা করছ?

পুর। বেল্লিক পাষণ্ড! তুই দেবনিন্দা করিস, তোর মুখদর্শন করতে নাই।

সু-বি। মুখদর্শন করবে না ত' কি দর্শন করতে এসেছ? দেখেছ সুদর্শন, এ দর্শন না পেটে পড়লে ষড়্দর্শন হয় না।

পুর। মহাভারত, মহাভারত! আজ কি কুক্ষণেই যাত্রা করেছি। ওরে বাপু! তোর বাক্চাতুরী এখন রাখ্। এখন দুটো ফুল নিতে দিবি কি না বল্?

সু-বি। মাতৃভক্তিবিহীন হতচ্ছাড়া! তোমার মত পরশুরামের বাগানে যেতে নিষেধ।

পুর। দূর হোক্। এর সঙ্গে আর মিথ্যা বিতণ্ডা করলে কি হবে? দেখি অন্য কোন দ্বার দিয়ে এই কাননে প্রবেশ করতে পারি কি না।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দ্বিতীয় দ্বার—হালালখোরের আপণ।

(হালালখোর ও তৎপত্নী আসীন।)

হা-খো-পত্নী। গীত।

বড়ি মজ্জিদার চিজ্ গরম্ গরম গোষ।
না খানেসে রহিজাঙ্গে দিল্‌মে আপশোষ॥
কোরমা কাবাব, বিড়িয়ানি আরাব্,
দোল্‌মা খানেসে তেরা ফিরেঙ্গে স্বভাব,
হালোয়ান্ কি সুরুয়ামে মেজাজ হোগা খোষ॥

[প্রস্থান।

হা-খো। ইম্‌লি কত্ আউর বয়েল কি গোষ মে আচ্ছা খাট্টা বনাগিয়া। খুব সস্তা বিক্‌তা হ্যায় কালিয়া আউর কোপ্তা। আও ঝট্‌সে, খা লেও চোরা গোপ্তা। কদি নেহি টুটেঙ্গে তোর হিঁদুয়ানী, খা লেও পেয়ারে বন্ যাও পেগম্বর, ফাঁকা রয়নেসে ফাঁকিমে পড়েঙ্গে, কদি খাতির না করেঙ্গে হোগা বেছপ্পর।

(পুরঞ্জনের প্রবেশ)

হা-খো। খাতির নদারত, এত্‌না বেগর গোস্‌স্তামে ঘোস্তে কোন বেওকুব্। খাড়া রহরে টেরা, নেহি বিগড় দেঙ্গে চেহারা, হাকিমকা এসাই হুকুক।

পুর। কেন বাপু! আমায় তিরস্কার করছ কেন? আমি ব্রাহ্মণ, বিষ্ণুপূজার জন্য পুষ্পচয়ন করতে যাচ্ছি।

হা-খো। ক্যা কাফের! গুল চুন কর্‌কে কেয়া করোঙ্গে? পুথল কি পূজা? এক থাপ্‌পড় আবি মারেঙ্গে, কম দেঙ্গে তুম্কো

সোজা। মালিককা হুকুম এ্যাসে, যো হোয়েঙ্গেরে দোস্ত, ভরপুর খাওয়ায়েঙ্গে পয়লা তাজা বয়েল কি গোস্ত। চায়েন কর, মজা মার হরদম খাড়া খাড়া। ঘুষ যাও তুরন্ত্ গুলবাগ্‌মে বানায়লে হরক্তিসম কি তোড়া।

পুর। কি বলছ বাবা! আমি গরিব ব্রাহ্মণ, অত ট্যারা হিন্দি বুঝিনি। একটু ভেঙ্গে সাদাসিদে করে বলতো বুঝে জবাব দিতে পারি।

হা-খো। এ বামুন ঠাকুর! হামারা কথা তুমি বুঝতে না পারছো? হালালী গরুকা গোষমে গরম কালিয়া বানায়া, পয়লা থোড়া খা লেও, তব বাগিচামে যাও। খানা না খানেসে যানা মানা।

পুর। কি বল্লি নরাধম! আমি ব্রাহ্মণ হয়ে গোমাংস খাব! হা ধর্ম্ম! তোমার মর্ম্ম বোঝা ভার। আজ আমায় এমন কথা শুনতে হল। দূর হোক আর আমার বিষ্ণুপূজায় কায নাই। এমন কদর্য্য স্থান হতে সত্বর প্রস্থান করাই বিধেয়।

(প্রস্থানোদ্যত।)

হা-খো। আরে ঠারো ঠাকুর! কাঁহা যাও? মেরা একঠো আরাজ শুনিয়ে।

গীত।

ধরমকা দিন সব বিত গিয়া ভাই,
আউর বাকি হ্যায় থোড়া।
হিন্দু মুসলমান জৈন খৃষ্টিয়ান
এক লালচমে পড়া॥

মোহ-শেল।

ঈশা মুষা পীর পেগম্বর, রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ হলধর,
কোহিকো নেহি কুছ গোল্লা।
আল্লা তাল্লা না মানে মোল্লা,
ইরাণ কোরাণকো ছোড়া॥
এ্যাসেই দুনিয়া গুনামে গিরগিয়া
একদম করম্‌কো তোড়া॥

পুর। আমি আদার ব্যাপারি, আমার জাহাজের খবরে দরকার কি? এখন ছেড়ে দেও বাবা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

তৃতীয় দ্বার—খড়্গাহস্তে ব্রাহ্মণ দণ্ডায়মান।

(পুরঞ্জনের প্রবেশ)

গীত।

কে অশুচি কেবা শুচি না জানি তা চিন্তামণি।
যে জানে তোমারে নাথ তারে শুচি কর তুমি॥
অজামীড় পাপী ছিল, অন্তিমে তোমায় ডাকিল,
অনায়াসে তরে গেল, শুনেছি পুরাণে আমি;
করিয়ে বহু আয়াস, এসেছি হে শ্রীনিবাস,
পুরাও মনের আশ, পূজি শ্রীচরণ দুখানি॥

ব্রাহ্মণ। আপনি কে? কোথায় যাচ্ছেন? আর কি উদ্দেশে বা যাচ্ছেন?

পুর। নমস্কার মহাশয়। আমি ব্রাহ্মণ, বিষ্ণুপূজার জন্য কুসুম চয়নার্থে এই আরামে গমন করছি।

ব্রাহ্মণ। বহু ভাগ্য! বহু ভাগ্য! এতদিনে এ অধমের মুক্তির উপায় হল। এই খড়্গ নিন। অগ্রে আমার মস্তক ছেদন করুন, তার পর আরামে প্রবেশ করবেন।

পুর। নারায়ণ! নারায়ণ! ব্রহ্মহত্যা, নরহত্যা!! মহাশয়! কি বিচারে এ হতভাগার প্রতি এমন কঠিন আদেশ করছেন? আপনার ন্যায় সুবিবেচকের রসনায় এমন ধর্ম্মবিপ্লবের কথা শোভা পায়না।

ব্রাহ্মণ। আজ্ঞে, করবো কি? কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম। অধমও অনন্যগতি।

পুর। রাম রাম রাম রাম! ব্রহ্মণ্যদেবের পূজা করতে এসে ব্রহ্মহত্যা করবো! আমার এমন পূজায় কায নাই। আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

চতুর্থ দ্বার।

(কতকগুলি মদালসা বামার প্রবেশ)

গীত।

আয়লো আলি রূপের ডালি।

(কুসুম তুলি)

নব নব ফুলসাজে, সাজি মনোহর সাজে,

ভুলাতে রসিকরাজে, খেলি নানা চতুরালী।

ভাবের তরগে চ'লে, হেসে ভেসে যাইলো চলে,
রসিক রতনে পেলে রাখিব আঁচলে তুলি ॥

(পুরঞ্জনের প্রবেশ)

পুর। একি! এ আবার কোথায় এলেম, মধুর স্বরে মন একেবারে মুগ্ধ হ'ল যে! বোধ হয় এ কুঞ্জকানন মায়াময়, প্রতি-দ্বারে অভূতপূর্ব্ব ঘটনাবলীতে চিত্ত বিচলিত করে তুলেছে; ওকি, ওরা কে? আমরি মরি! কি অপরূপ রূপমাধুরী, যেন লাবণ্যবতী অপ্সরাগণ মনোজশরে মাতোয়ারা হয়ে অবনীতে ক্রীড়া করতে এসেছে! যাই হোক এ দ্বারটী অতি সুন্দর লক্ষণ-যুক্ত, দেখি এখানে প্রবেশ করে আপন অভীষ্ট সাধন করতে পারি কি না। (প্রবেশোদ্যোগ)

বামাদল। গীত।

ট্যারা চালে ফাঁদে ফেলে হাসির ফাঁসি দিয়ে গলে।
নজরে লাগিয়ে নজর বজরে প্রাণ মন হরিলে ॥
এস বঁধু নিধুবনে, মাতি সবে তোমা সনে,
হেসে ভেসে যাই উজানে প্রেম তরগে কায়া ঢেলে ॥

পুর। মনহারিণী কামিনীগণ! তোমাদের বেশভূষা ও হাবভাবে যবনী বলে বোধ হচ্ছে। কেন বৃথা ছলনা করে এ হতভাগাকে গভীর দুর্গতিহ্রদে নিমজ্জিত করবার প্রয়াস পাচ্ছ; আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, দেবপূজার জন্য পুষ্পচয়ন করতে এসেছি, এ অকিঞ্চনের প্রতি এতদূর বিড়ম্বনা আপনাদের উপযুক্ত নয়!

বামাদল। গীত।

চাউনিতে মন চুরী করে, বল ছল কেন অবলারে।
সঁপেছি প্রাণ, প্রাণ তোমারে,
এখন কেমন করে যাব ফিরে॥
এস কদরে আদরে অশোক সোহাগে,
তুষি বঁধু তোরে প্রেম অনুরাগে,
যা ঘটে ঘটুক এ সবার ভাগে, তবু কভু নাহি হটিব রে।

(পুরঞ্জনকে ধরিতে অগ্রসর)

পুর। (ব্যস্ত সহকারে) কি সর্ব্বনাশ! যবনীস্পর্শে জাতি-ভ্রষ্ট হব! এ অপেক্ষা এ স্থান হতে পলায়নই শ্রেয়।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

প্রথম আরামদ্বার—সুরাবিক্রেতার আপণ।

(সুরাবিক্রেতা আসীন।)

(পুরঞ্জনের প্রবেশ)

পুর। হায় হায় একি বিড়ম্বনা! কি বিঘ্ন বিপত্তি, কি বিষম বিভ্রাট, দেবার্চ্চনায় ভুয়োভুয়ঃ কেন এত বাধা পড়ছে? ভগবান বাসুদেবের পূজা না করে কখন জলগ্রহণ করি নাই। হে বিধাতঃ! আজ কেমন করে সেই নিয়মিত পূজা রহিত করি, অন্তর্যামি! তুমি অন্তরের ভাব অবলোকন করছো, দৈনন্দিন পূজা না করে আমি কোনক্রমেই জীবনধারণে সমর্থ হচ্ছি না। ঔষধার্থে সুরাপান ব্যবস্থা আছে, তন্ত্রমতে মদিরা পান করেও

পূজা করা যেতে পারে। তবে কি শৌণ্ডিকের নিকট গমন করবো? তাই ভাল, এখন আর কি করা যায়, না হয় পরে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা যাবে। (অগ্রসর)

সু-বি। কি ঠাকুর? "তাই, তাই, তাই, মামার বাড়ী যাই", ঘুরে ফিরে তাই করতে এসেছ নাকি? আমিত বাবু আর তোমার পর নই, মামা—মামা—মার সহোদর মামা—আপনার জন, বাপের বড় কুটুম্ব, আমাকে আর লজ্জা কেন, এসে বসে যাও বাবা, পাত্রস্থ হও তার পর যা যা দরকার যোগাড় করে দিচ্ছি।

পুর। আচ্ছা বাবা, তবে আর দেরি করোনা, চটকরে একটু দাও দেখি, আমি ঢুককরে পান করে নিয়ে পূজা করিগে।

সু-বি। ভাল, ভাল। যত পার ফুল তুলে পূজা ক'রো, এখন সুছেলের মত এই পাত্রটী এক নিশ্বেসে টেনে নাও দেখি।

পুর। (পান করিয়া) জ্বলে গেল, জ্বলে গেল, বুক যায়, কাণ ভোঁ ভোঁ করছে।

সু-বি। ভেলা মোর বাপরে, তরিবৎ মন্দ নয়। ধর বাবা, ধর ধর এই কটা ছোলা চিবিয়ে মুখ বদলে ফেল।

পুর। হ্যাঁ বাবা, এখন একটু সামলেছি, কিন্তু পেটটা বড় জ্বলছে।

সু-বি। ও কিছু নয়, পেটে কিঞ্চিৎ পড়লেই সব সেরে যাবে। এই নাও বাবা, আর এক পাত্র টেনে এখনি ফুলের বাগান পয়মাল করে ফেলগে।

পুর। না বাবা, আর নয়, আমায় ফুল তুলে পূজো সারতে হবে।

সু-বি। পূজোতো পূজো, তরলং তরলং করে এখনি কোশাকুশী ডিঙ্গিয়ে ফেলবে।

পুর। (পান করিয়া) পেট জ্বলে গেল, মাথাটা রুণু রুণু ঝুনু ঝুনু করছে। মামা বড় খিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দাও, দাইরি, পেট জ্বলে গেল।

সু-বি। তবে একবার গা তুলে বাগানের ভিতর ঐ পরিপাটী কুঠিতে বসবে চল, ওঁখানে গেলে খাবার দাবার সব যোগাড় করে দেব।

পুর। তবে চল বাবা।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

দ্বিতীয় দ্বার—হালালখোরের আপণ।

(হালালখোর আসীন।)

গীত।

দেল দেরিয়া কর্‌দেতে দারুয়া ফকিরকো আমীর বানানা।
আদ্‌মি জানোয়ার বন্ যায় তুরন্ত আউরাত মরদানা॥
হরদম গুণামে সব ফাঁস যাতা, ধরম্ করমকো আপ্‌সে ছোড়্‌তা,
দুনিয়াদারিসে বাহার কর দেতা, এসি স্বভাব তেরি আপ্‌না॥

(সুরাবিক্রেতা ও মত্তাবস্থায় পুরঞ্জনের প্রবেশ)

পুর। ওকি বাবা! কোন্ বেটা গান গায়? রামছাগলের মত মস্তদাড়ি. ও ব্যাটা কে ঘর গুলজার করে রয়েছে?

স্ব-বি। বাবা, ওকে তুমি চেননা, ওযে তোমার বাঁড়ুযো খুড়ো, এই বাগানের হেঁসেলের দারগাগিরি করেন।

পুর। বটে, বটে, বাঁড়ুয্যে খুড়ো, জিতা রহ বাবা।

স্ব-বি। সোণার চাঁদ, আজ হতে তুমিই এ বাগানের কর্ত্তা হলে, এতে যা কিছু ভাল ভাল ভোগ করবার সামগ্রী সকলি তোমার, স্বচ্ছন্দে রাতদিন আনন্দে কালহরণ কর, কিন্তু বাবা একবেটা বিট্‌লে বামুন মাঝে মাঝে বড় বদমাইসি করে, সে সামান্য ঠিকে প্রজা হয়ে মালিকানি স্বত্ব অধিকার করবার যোগাড়ে বেড়ায়, তাকে নিকেশ না করলে তুমি কথনই নিরাপদে থাকতে পারবে না।

পুর। সেকি! সে শালা আবার কে? মামা, তুমি একবার আমায় তার নাগাল ধরিয়ে দিতে পার? আমি তথনি তাকে নিকেশ করবো।

স্ব-বি। এস, তবে আমার সঙ্গে এস, সেই বিটলেকে তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

চতুর্থ দ্বার।

(রক্তাক্তকলেবর খড়্গাহস্তে পুরঞ্জন ও বামাদলের প্রবেশ)

বামাদল। গীত।

নিঠুর কেনরে বঁধু প্রিয়জনে।
কুঞ্জে কুঞ্জে কেঁদে বেড়াই তোমা বিহনে॥
ধরা পড়েছ আবার, কোথা পলাইবে আর,
ছাড়বো না আজি তোমায় বিনা প্রেম আলাপনে॥

পুর। সুন্দরীগণ! আর বৃথা আক্ষেপের প্রয়োজন নাই। আজ তোমাদের মনোরথ পূর্ণ করবোই করবো।

(কালের আবির্ভাব)

[রমণীগণের প্রস্থান।

কাল। পুরঞ্জন, পুরঞ্জন! আমার নিষেধ না শুনে আজ তুমি কি শোচনীয় দশায় পতিত হয়েছ। এই তোমার হস্ত-বন্ধন মুক্ত করে দিলেম, নয়নাবরণ উন্মোচন করলেম, এখন ভাল করে একবার দেখদেখি, তুমি কত অকার্য্য করেছ। ব্রাহ্মণ হয়ে মদিরা পান, গোমাংস ভক্ষণ, ব্রহ্মহত্যা, যবনীগমন প্রভৃতি দুস্কার্য্য সকল অকুতোভয়ে অনুষ্ঠান করেছ। এখনি তার জন্য দীপ্তশিরসে হাহাকার করে সংসার অরণ্যে ভ্রমণ কর্ত্তে হবে। (অন্তর্ধান)

পুর। হায় আমি কি করলেম! আমি এ কি করলেম! মদিরাপান, অভক্ষ্য ভক্ষণ, যবনী গমন, ব্রহ্মহত্যা! কালের বাক্য তাচ্ছিল্য করে আত্মদোষে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়েছি। এখন আর আমার উপায় নাই। তুষানল বা প্রায়োপবেশন ব্যতিরেকে এ পাপের আর অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই। যাই যাই তারি উপায় করিগে। ওকি—ওকি! কেও ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! নরহত্যা! নরহত্যা! আমায় ধরলে। রক্ষা কর, রক্ষা কর, আমার প্রাণ রক্ষা কর রক্ষা কর।

[দ্রুত প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

অসীপত্র বন।

(পুরঞ্জনের প্রবেশ)

গীত।

নিবাসে নিরাশ হয়ে, প্রবাসে করি গমন।
দূরে ফেলি মহানিধি বৃথা করি অন্বেষণ ॥
উদিলে সে দিনমণি, আলোকিত এ ধরণী,
নয়নহীনের কাছে তবু আঁধার ভুবন ;—
বিনে সেই দয়াময়, সংসার আঁধারময়,
নিতি মনে ভয় হয়, পাছে নিরয়ে করি গমন ॥
আশা আসে সবাপাশে, মোরে কভু না সম্ভাষে,
প্রাণ আকুল সে হুতাশে, নিরাশে হই নিগমন ॥

কি নিবিড় বন! কি ভয়ঙ্কর অন্ধকার! কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আমি যে গতিহীন হলেম। প্রতি বৃক্ষের সংস্পর্শে শরীর ক্ষতবিক্ষত হল। আর চলতে পারি না। ওকি! কে ও! রক্তবস্ত্রপরিধানা, রক্তিমবরণা, উন্মত্তা ভীমা ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে এইদিকে আগমন করছে! উঃ ওর তীব্র গাত্রগন্ধে প্রাণ বহির্গত হচ্ছে। আর সহ্য হয় না, আর সহ্য হয় না। কে ও! কি বলছে, মদিরা আমায় সম্ভাষণ করতে আসছে। পিশাচী! দূর হ—দূর হ, তুই আমার এ সর্ব্বনাশের মূল। আমি তোর সেবা করেই নানা দুষ্কার্য্য করে এ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়েছি। যা পিশাচী এখনি দূর হ। কস্মিনকালেও আর তোর মুখাবলোকন

করবো না। হায়, হায়, দুশ্চারিণী তবুও যে আসছে—না—না, দুর্জ্জনকে দূরে পরিহার—পালিয়ে প্রাণ বাঁচাই।

[দ্রুত প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক।

শ্মশানভূমি।

(পুরঞ্জনের প্রবেশ)

পুর। কোথায় এলেম রে কোথায় এলেম। গাঢ় অন্ধকার ঘনঘটায় আকাশ আচ্ছন্ন। গভীর রজনী! ভয়ঙ্কর শ্মশান! জনমানবের গতিবিধি নাই। কিন্তু বিকট অট্টহাস্য ও প্রেত পিশাচের ভৈরব হুঙ্কারে কর্ণকুহর বধীর হয়ে গেল। শরীর লোমাঞ্চিত হচ্ছে। ওকি! মস্তকবিহীন, আরক্তকলেবর, অসি-হস্তে শত শত কবন্ধ আমাকে আক্রমণ করতে আসছে যে। ঐ—ঐ একটা মাংসচর্ম্মবিহীন কঙ্কালসার, প্রকাণ্ড বলদ আমার দিকে ধেয়ে আসছে। কি ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ! নাড়ীশুদ্ধ বিকট গন্ধে উঠে গেল। আবার ওরা কে? কে এরা, কে এরা, কি! নরহত্যা! ব্রহ্মহত্যা! আমায় বধ করতে আসছে, কি হবে, কি হবে, কোথায় যাব! কে রক্ষা করবে। মধুসূদন, বিপদভঞ্জন, পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর!

[প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক।

কুঞ্জবন।

(পুরঞ্জনের প্রবেশ)

পুর। আঃ বাঁচলেম। এ স্থানটিতে এসে প্রাণ জুড়াল। এরা আবার কে আসছে ?

(বামাদলের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

বামাদল। গীত।

এস হে সুজন বঁধু নিরজনে নিধুবনে।
কামরসে মনোল্লাসে মজিব আজি তব সনে॥
অঙ্গে অঙ্গে মিলাইয়ে, ভুজমৃণালে বাঁধিয়ে,
অধর-অমৃত পিয়ে, রাখি নয়নে নয়নে॥

পুর। আমরি মরি কি মধুর কণ্ঠ! কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হ'ল।

(সহসা কুঞ্জবন আলোকিত ও বামাগণের অন্তর্ধান।)

পুর। একি! সহসা এরা কোথায় লুকাল, না না এরা কখনই মানবী নয়—নারীমূর্ত্তিতে রাক্ষসী! একি, সহসা ভূমিকম্প উপস্থিত হ'ল যে। না না আর সহ্য হয় না, এইবার জীবনলীলা শেষ করবো। কি আত্মহত্যা—আত্মহত্যা—আত্মহত্যা যে মহাপাপ! তা কেমন করে করবো। কি হবে, কি হবে, তবে কি হবে।

(শুভঙ্করীর আবির্ভাব)

শুভঙ্করী। গীত।

দুঃখে মগন, কেন মলিন,
বিষাদে ভ্রমিছ ভীষণ বনে, হয়ে শান্তিহারা।

কালের কথা না শুনে, অভিমানে এলে বনে,
এবে বৃথা কাঁদ কেনে, পাগলের পারা ;—
যাঁর প্রেম-সুধার্ণবে, আনন্দে রয়েছ সবে,
তাঁর মুখ নিরখিয়ে মুছ অশ্রুধারা ॥

(অন্তর্ধান।)

(কালের প্রবেশ)

পুর। গীত।

রাখ রাখ মহাকাল, ভজনবিহীন জনে।
অকৃতি সন্তানে আর ঠেলনা হে শ্রীচরণে ॥
না শুনে তব আদেশ, পাইনু অশেষ ক্লেশ,
রক্ষা কর হে পরেশ, কৃপা-বিন্দু বিতরণে ॥

কাল। পুরঞ্জন, আর রোদন কোরোনা। তোমার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। বৎস, এ বৃথা কষ্ট আপনার দোষেই পেলে। আমাকে অগ্রাহ্য করে যে আত্মম্ভরী মূঢ় স্বেচ্ছাচারী হয়ে আপনার ভার আপনি লয়, তাকেই তোমার মত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হতে হয়। এখন এস বৎস, আমার সঙ্গে এস, এস তোমায় শান্তিনিকেতনে লয়ে যাই।

পট পরিবর্ত্তন।

শান্তিনিকেতন।

গোলোকধামে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি

অপ্সরাগণ।

গীত।

এস এস প্রিয়সখা সুখশান্তি নিকেতনে।
বিহরহ অহরহ বিমল আনন্দমনে॥
হের এই প্রেমমুখ, পাসর সকল দুখ,
ভোগ কর চির সুখ, শান্তিময় সন্নিধানে॥

যবনিকা।

অপ্র